সমকাল

তারিখ ... 08 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

কলেজ পর্যায়ে শান্তি শিক্ষা

আসাদুল্লাহ আল গালিব ও জাহিরুল ইসলাম

একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৪৫টি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বলাই বাহুল্য, এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর সিংহভাগই এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ানো হয়। কিন্তু কলেজ পর্যায়ে পড়ানো হয় না বলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে এসব বিভাগের শিক্ষার্থীদের আবেদন করার সুযোগ নেই। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর পাঠের পরিধিই শুধু বাড়বে না, নতুন কর্মসংস্থানও হবে। ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, আরও দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে এজন্য। তালিকাভুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সম্মান কিংবা স্নাতকোত্তর করা শিক্ষার্থীদের জন্য বড় সুযোগ বয়ে আনবে এ সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নেই।

তালিকাভুক্ত ৪৫টি নতুন বিষয়ের নাম দেখেই ধারণা করা যায়, এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যুগের চাহিদাকে। তবে অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, এ দীর্ঘ তালিকায় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নের মতো সময়োপযোগী বিষয়কে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। কেন নেওয়া হয়নি, তা বোধগম্য নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন কি তবে সময়োপযোগী বিষয় নয়? নাকি এ তালিকা প্রণয়নের দায়িত্বে যারা ছিলেন, তারা এটিকে প্রয়োজনীয় মনে করেননি? এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নের সমগোত্রীয় বিষয়গুলোকে কিন্তু ঠিকই নেওয়া হয়েছে বিবেচনায়। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার মান, কোনো বিবেচনাতেই ওসবের সঙ্গে এ বিভাগের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে এ বিষয়কে বাদ দেওয়া হলো কেন? শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নের সমগোত্রীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা থেকে এটাই বোঝা যায়, এটিও কলেজে পড়ানোর মতো বিষয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে সঙ্গত কোনো কারণ থাকতে পারে না।

শুধু এ বিবেচনাতেই নয়, আমাদের সমাজ বাস্তবতাও শান্তি শিক্ষার প্রসার দাবি করে। আমরা দেখছি, তৃণমূল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি ব্যাহত হওয়ার কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত হারে উন্নয়ন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আর উন্নয়ন যেটুকু হচ্ছে, সেটুকুও টেকসই হচ্ছে না। টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্তই হচ্ছে শান্তি। তাই এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, শান্তি শিক্ষার প্রসার এখন সময়ের দাবি।

জানা যাচ্ছে, নতুন আরও কয়েকটি বিষয় তালিকাভুক্তির জন্য বিবেচনাধীন আছে। তাতে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন রয়েছে কিনা, আমরা জানি না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো বিষয় হলে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত পাঠ্য তালিকায় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। শান্তি শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে দেশের স্থিতিশীলতা এবং সর্বোপরি উন্নয়নকে টেকসই করতেই ভূমিকা রাখবে, সংশ্লিষ্টরা যেন এ কথা ভুলে না যান। শান্তি শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী না হওয়ার অর্থই হলো ইতিবাচক শান্তি ও টেকসই উন্নয়নকে ইচ্ছাকৃত বিলম্বিত করা।

লেখকদ্বয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী; বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা